সম্পাদকীয়

# “৭৫ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ?”

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালন হচ্ছে দেশে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে, “৭৫ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব।” যে অমৃত পান করছেন, সেটা মন্থন করার সময় যে গরল বের হলো তা পান করছে সাধারন শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবি মানুষ। আজকে আরও বিষাক্ত করে দেওয়া হচ্ছে তাদের জীবন। এটা মোকাবিলা করার শপথ নিতে হবে দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির মুহূর্তে।

জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের সর্বাধিক কর্মক্ষম মানুষের বাস ভারতে। ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের বেকারত্বের হার ৪২ শতাংশ। উৎপাদন বৃদ্ধির হার তলানিতে। সংকটে কৃষিক্ষেত্র। শিল্পোৎপাদন সাংঘাতিক নিম্নমুখী। বিনিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে, কর্মসংস্হানের আশায় যুবক-যুবতীরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটে বেরাচ্ছে। আমদানি বেড়েছে, রপ্তানি কমেছে। মানুষের উপার্জন কমেছে, কারন বেকারি, ছাঁটাই। খাদ্য সামগ্রী সহ সব জিনিসের দাম বৃদ্ধি, বিপুল ট্যাক্সের বোঝা আর আয় কমে যাওয়ার কারনে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমেছে। ধনী দরিদ্রের মধ্যে ফারাক বিপুল। এর মধ্যে অতিমারী পরিস্থিতি সংকটকে আরও তীব্র করেছে।এর নাম স্বনির্ভরতা?

“ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন” এর নামে স্বাধীন ভারতে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংক, বিমা, বিএসএনএল, প্রতিরক্ষা সবই কর্পোরেটের হাতে জলের দরে তুলে দেওয়া হচ্ছে।নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে কর্পোরেট তার নিজের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার তৈরী করেছে। তাই বর্তমান সরকার কর্পোরেটের মুনাফা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আর আমজনতার প্রতি তারা উদাসীন। সিএএ, এনপিআর, এনআরসি বিরোধী শাহিনবাগের লড়াই সহ অজস্র আন্দোলন, কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রাম ইত্যাদিতে সরকার দেশদ্রোহিতার মামলায় জড়িয়েছে আন্দোলনকারীদের। বদলাচ্ছে ভারত। অন্তহীন মিথ্যা প্রচার চলছে সামাজিক মাধ্যমে। ক্রমবর্ধমান আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ, দলিত, আদিবাসী ও মহিলাদের।

জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির এক প্রাক্তন অধ্যাপক দেখিয়েছেন যে বর্তমানে ভারতে কালো টাকার পরিমান হবে ১৪৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০০১ থেকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং ২০১৪ থেকে যিনি প্রধানমন্ত্রী, তার অত্যন্ত কাছের মানুষ আদানি আম্বানি পরিবারগুলোর সম্পদ এই সময়কালে বহুগুন বেড়েছে সরকারি হস্তক্ষেপে। মোদী শাসনের প্রথম ৭ বছরে মূলত কর্পোরেটদের ব্যাংক থেকে নেওয়া ১০.৭২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও ১৩ টি কোম্পানিকে ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা নেওয়া ঋণের মধ্যে আপসে ২.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিসের নীতি ছিল “ডিভাইড অ্যান্ড রুল।” সেই নীতিকে সমর্থন করেছিল হিন্দু মহাসভা, আর এস এস, মুসলিম লিগ। ৭৫ বছর আগে সেদিন এই নীতি হেরে ছিল, জিতে ছিল ভারত। আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর সেই শক্তি তাদের হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের বিকৃত লক্ষ্য পূরণে মরিয়া।

১৩৪ কোটি মানুষই রোধ করতে পারে ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গনতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপক্ষ ভারতের এই ঘোর বিপন্নতা। ভারতকে এই লড়াইয়ে জিততেই হবে।

**বিএসএনএল এ আর ভি আর এস নয়।**

# বিএসএনএল এর পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বাধা

বিএসএনএল এর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে ক্রমাগত বিএসএনএলকে রুগ্ন করার জন্য প্রচেষ্টা করছে অন্যদিকে এমন প্রচার করছে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস হচ্ছে যে বিএসএনএল এর জন্য প্রচুর টাকা খরচ করছে।

## গাণিতিক সংখ্যার কারিগরি

২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিএসএনএল ও এমটিএনএল এর পুনরুজ্জীবন এর জন্য ৭০০০০ কোটি টাকা খরচ করার ঘোষণা করে। গত ফেব্রুয়ারি ২০২২, বাজেট বক্তৃতায় মাননীয়া অর্থমন্ত্রী বিএসএনএল এর প্রযুক্তি গত উন্নতির জন্য ৪৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেন। আবার জুলাই ২০২২, কেন্দ্রীয় সরকার বিএসএনএল এর জন্য ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা খরচের কথা বলে। যদি সমস্ত ঘোষণা গুলি যোগ করা যায় তবে টাকার পরিমাণ দাড়ায় ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা। সরকার কি এই পরিমাণ টাকা বিএসএনএল এর জন্য খরচ করতে ইচ্ছুক? প্রকৃত পক্ষে সরকার সাধারণ জনগণ কে ভুল বোঝাতে চাইছে।

তাছাড়া ২০১৯ সালের পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে ২৩৮১৪ কোটি টাকা ৪জি স্পেকট্রাম এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। আবার ২৭/০৭/২০২২ এর দ্বিতীয় পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে বিএসএনএল এর জন্য ৪জি স্পেকট্রাম বাবদ ৪৪৯৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলো। যদি কেন্দ্রীয় সরকার এখন ৪৪৯৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করে থাকে তবে ২০১৯ সালে বরাদ্দ হওয়া ২৩৮১৪ কোটি টাকা কোথায় গেল? এটি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে সরকার সংখ্যার কারিকুরি করে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাতে চাইছে।

যখন সরকার একদিকে এইসব প্রচার চালাচ্ছে তখন অন্যদিকে বিএসএনএল কে রুগ্ন করতে একটার পর একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত বিএসএনএল ৪জি পরিষেবা চালু করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার এর চক্রান্তে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকার বিএসএনএল এর ৪৯৩০০ টাওয়ার ৪জি উপযোগী করতে দেয় নি। যদি তা দিত তবে অন্তত দুবছর আগেই ৪জি পরিষেবা চালু করতে পারত।

বিটিএস আপগ্রেড করার অনুমতি না পাওয়ায় বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ মার্চ ২০২২, ৫০০০০ ৪জি বিটিএস এর জন্য টেন্ডার আহ্বান জানায়। কিন্তু টিইপিসি একটি অভিযোগ জানায় যে টেন্ডার এ বিদেশি প্রতিযোগীদের বেশি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ টেন্ডার বাতিল করে।

প্রথমে বিটিএস আপগ্রেডেশন করতে অনুমতি না দেওয়া পরে টেন্ডার বাতিল করা কেন্দ্রীয় সরকার এর সুচিন্তিত পদক্ষেপ। এর ফলে বিগত ৩ বছরে বিএসএনএল ৪জি পরিষেবা চালু করতে পারে নি। এই কারণে সংস্থাটি গ্রাহকদের ধরে রাখতে পারছে না। মে মাসে ৫.৩ লক্ষ ও জুন মাসে ১৩ লক্ষ গ্রাহক বিএসএনএল

**অবিলম্বে পে রিভিশন করতে হবে।**

ছেড়ে চলে গেছে। অন্যান্য বেসরকারি কোম্পানি গুলি যখন ৫জি চালু করার চেষ্টা করছে তখন ২জি ও ৩জি পরিষেবা নিয়ে বিএসএনএল কিভাবে তাদের সাথে পারবে। এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। যেখানে বেসরকারি কোম্পানি গুলি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে প্রযুক্তি কিনছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এর আদেশে বিএসএনএলকে দেশীয় কোম্পানির অপরীক্ষিত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

টিসিএস কে নিযুক্ত করা হয়েছে বিএসএনএল কে ৪জি যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার জন্য। ডিওটি এর দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ৩০/১১/২০২১ এর মধ্যে প্রুফ অফ কনসেপ্ট (পিওসি) জমা দেওয়ার কথা ছিল টিসিএস এর কিন্তু অনেক বার ঐ তারিখ পিছানো সত্ত্বেও টিসিএস তা এখনও জমা দিতে পারে নি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে টিসিএস এর ৪জি যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নেই। কেউই বলতে পারবে না কবে তারা এবিষয়ে সক্ষম হবে। বিএসএনএল এর ৪জি পরিষেবা চালু করার বিষয়টি এই অবস্থায় আনার জন্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী।

## দ্বিতীয় পুনরুজ্জীবন প্রকল্প

গত ২৭/০৭/২০২২ কেন্দ্রীয় সরকার বিএসএনএল এর জন্য দ্বিতীয় পুনরুজ্জীবন প্রকল্প ঘোষণা করে। এই ঘোষণা বর্তমানে আলোচনার বিষয় কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বিএসএনএল এর জন্য ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার পর বিএসএনএলইইউ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই পুনরুজ্জীবন প্রকল্প এ যে শূণ্যগর্ভ দাবি করেছে তার বিরোধিতা করে। কেন্দ্রীয় সরকার ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার দাবি করলেও প্রকৃত পক্ষে খরচ হচ্ছে ৩৬২৬০ কোটি টাকা এর মধ্যে ২২৪৭১ কোটি টাকা মূলধনী খরচ এবং ১৩৭৮৯ কোটি টাকা ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং হিসেবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার একটা পয়সা খরচ করছে না। এক্ষেত্রে এটাও মনে রাখতে হবে ৩৮৫৪০ কোটি টাকা বিএসএনএল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পায় যা এখনো সরকার দেয় নি। যদিও দেশের মানুষ বর্তমানে প্রচার এর আতিশয্যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সরকার ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা বিএসএনএল এর জন্য খরচ করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার যদি সত্যিই বিএসএনএল এর উন্নয়ন চায় তবে অবিলম্বে ৪জি পরিষেবা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করুক। কিন্তু সরকার তা চায় না তাই আত্মনির্ভর ভারতের শ্লোগান তুলে বিএসএনএল এর ৪জি পরিষেবার ক্ষেত্রে একটার পর একটা বাধা সৃষ্টি করছে। এই পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বিএসএনএলকে তিলে তিলে রুগ্ণ করা হচ্ছে।

## কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে বিএসএনএলইইউর কার্যাবলী

কোভিড ১৯ মহামারী সময়ে এই দেশ তথা সারা বিশ্ব এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। ২৪/০৩/২০২০ কোভিড১৯ মহামারী কে আটকাতে লকডাউন ঘোষণা করা হয় ফলে সারা দেশ যেন নিমেষে থমকে দাঁড়ায়। জনজীবন এর সাথে ট্রেড ইউনিয়ন এর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় যখন বেশিরভাগ ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন মাসের পর মাস তাদের কাজ বন্ধ রেখে ছিল। বিএসএনএলইইউ তখন কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকার কে চিঠি দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সিএইচকিউ এর ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হত। ইমেইল ও অন্যান্য পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে ভিডিও কন্ফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। ডিজিটাল প্লাটফর্ম এ সিএইচকিউ

**অবিলম্বে ৪ জি প্রযুক্তি যুক্ত মোবাইল পরিষেবা চালু করতে হবে।**

এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সার্কেল এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা এই পদ্ধতিতে করার জন্য সার্কেল গুলিকে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। এইভাবে বিএসএনএলইইউ তার ট্রেড ইউনিয়ন এর কাজ কোভিড১৯ পরিস্থিতিতেও সচল রেখেছে।

## নির্দিষ্ট দিনে কর্মীদের বেতন প্রদান

মাসের শেষ দিন বেতন না পাওয়া কর্মচারীদের একটি জ্বলন্ত সমস্যা যা বিগত মেম্বারশিপ ভেরিফিকেশন এর পর থেকেই শুরু হয়। সংস্থার আর্থিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে মার্চ ২০১৯ থেকে এটি শুরু হয়, শ্রী পি কে পুরওয়ার সিএমডি হয়ে আসার পর তিনি বলেন যে কর্মীদের মাইনে দেওয়া তার অগ্রাধিকার নয়। অন্য সমস্ত খরচ করার পর কর্মীদের মাইনে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

এই সমস্যার ফলে কর্মচারীরা বিশেষত নীচুতলার কর্মীরা গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়। বিএসএনএলইইউ এই বিষয়টি গুরুত্ব দেয় ও শ্রী পুরওয়ার এর কর্মচারী বিরোধী অভিমত এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। বিএসএনএলইইউ কমপক্ষে ১৮ টি চিঠি কর্মচারীদের সময়মতো বেতন দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ কে দিয়েছে। চিঠি দেওয়া ছাড়া কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

ধর্না, ব্ল্যাক-ব্যাজ পরিধান, আন্দোলন এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে বিএসএনএলইইউ চিঠি না দিলে বা আন্দোলন এর ডাক না দিলে কর্মচারীদের বেতন হচ্ছিল না। অক্টোবর ২০২১, এইউএবি এর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিএসএনএল এর সিএমডি পদ থেকে শ্রী পুরওয়ার কে সরানোর জন্য টুইটার ক্যাম্পেইন করা হবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জেনে কর্তৃপক্ষ ও সিএমডি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ে। তারা এই ঘটনা কে এড়ানোর জন্য এইউএবি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসে। সেই আলোচনায় শ্রী পুরওয়ার বাধ্য হন মাসের শেষ দিন কর্মচারীদের মাইনের দাবি মেনে নিতে। বর্তমানে বিএসএনএল এর আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও মাসের শেষ দিন কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন এটা ইউনিয়নের মস্ত বড় অবদান।

## কোভিড আক্রান্ত এর পরিবারদের ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

দিল্লী হাইকোর্ট একটি রায় দেন যে সব কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা যাবে তাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। গত ৬/১২/২০১৬ ডিওটি সিএমডি বিএসএনএলকে একটি চিঠি দেয়। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে বিএসএনএলইইউ দাবি করে যে কোভিড পরিস্থিতি তে মৃত কর্মচারীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে যে কেবলমাত্র বিএসএনএলইইউ কোভিড আক্রান্ত দের জন্যে এই ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এর দাবি করেছিল। যদিও বার বার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কান দিচ্ছিল না। কিন্তু সিএমডি পি কে পুরওয়ার কোভিড আক্রান্ত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ফিরে কম পি অভিমন্যু, জিএস কে আলোচনায় ডাকেন এবং এই ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সেখানে সিএমডি প্রস্তাব দেন কর্মীদের এক দিনের বেতন নিয়ে একটি ফান্ড গড়ে তোলা হোক যা কোভিড আক্রান্ত দের জন্যে ব্যবহৃত হবে। তার উত্তরে কম অভিমন্যু বলেন যে সম পরিমাণ টাকা বিএসএনএলকে দিতে হবে।

এই প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ মেনে নেয়। পরবর্তীতে এইউএবি এর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হয় যে কর্মচারীদের এক দিনের বেতন কেটে নেওয়া হবে। এর ফলে ১১কোটি টাকা জমা হয় এবং কর্তৃপক্ষ ১১ কোটি টাকা দেন। এই ভাবে বিএসএনএল এর ২২ কোটি টাকার কোভিড ফান্ড গড়ে ওঠে। এই ফান্ডের থেকে ২৩৮ জন কোভিড

আক্রান্ত কে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

## বিএসএনএল এর কর্মীদের জন্যে ৩লক্ষ টাকা জরুরি চিকিৎসা অগ্রিম

কোভিড১৯ মহামারী যখন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ে। কিন্তু ভারত সরকার এই ঘটনার থেকে কোনো শিক্ষা নেয় নি। ফলে কোভিড এর প্রথম আঘাতে দেশে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যেহেতু আগে থেকে কোনো সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি ফলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সংকটের মধ্যে পড়ে।

বিএসএনএল এর কর্মচারীরাও এর বাইরে ছিল না। সরকারি হাসপাতালে তারা জায়গা পেল না কারণ সেখানে কোভিড রোগী আর রাখার জায়গা নেই। বিএসএনএল এর নিবন্ধীকৃত হাসপাতালেও তারা জায়গা পেল না কারণ কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের বিল সময়ে পরিশোধ করে নি। অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতাল একটা বিশাল অংকের টাকা দাবি করল ভর্তির জন্য। ফলে কর্মচারীরা এক অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

এই সময় শ্রী পি কে পুরওয়ার, সিএমডি বিএসএনএল, কোভিড এ আক্রান্ত হন এবং তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই দিন বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ সিএমডির চিকিৎসার জন্য ২ লক্ষ টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করে। এই জরুরী মেডিকেল অ্যাডভান্স দেওয়ার ব্যাপারে কোনো ভুল নেই তবে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ সাধারণ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই সহৃদয়তা দেখায় নি। এটি অত্যন্ত দৃষ্টি কটু।

এই বিষয়ে বিএসএনএলইইউ সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টর (এইচ আর) কে চিঠি দিয়ে সমস্ত কোভিড আক্রান্ত বিএসএনএল কর্মচারীদের জন্য মেডিকেল অ্যাডভান্স দেবার দাবি করে। এই তাৎক্ষণিক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে ডাইরেক্টর(এইচ আর) এর গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং সিএমডি ও সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য করার ভুল বুঝতে পারে। সেই দিন সমস্ত সিজিএম দের ডাইরেক্টর (এইচ আর) নির্দেশ দেন যে সমস্ত কোভিড আক্রান্ত কর্মচারী যারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তাদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা মেডিকেল অ্যাডভান্স দেবার।

## আইডিএ বন্ধ করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আইডিএ বন্ধ করা বিএসএনএল এর কর্মচারীদের অত্যন্ত আঘাত করে। মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সকল স্তরের কর্মচারীদের উপর এই আক্রমণ চালায়। ১৯/১১/২০২০ ডিপিই এই বিষয়ে একটি চিঠিতে ০১/১০/২০২০, ০১/০১/২০২১ ও ০১/০৪/২০২১ এর প্রাপ্য আইডিএ আপাতত বন্ধ করে এবং ০১/০৭/২০২১ থেকে আবার আইডিএ দেওয়া হবে তবে কোনো এরিয়ার দেওয়া হবে না বলে জানান। ঐ চিঠিতে কোথাও নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারীর কথা বলা হয় নি। তাই এর বিরুদ্ধে বিএসএনএলইইউ কেরালা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। ঐ মামলায় মাননীয় কেরালা হাইকোর্ট আদেশ দেন যে নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারীদের আইডিএ বন্ধ করা উচিত হয় নি। এই আদেশ নিয়ে বিএসএনএলইইউ, বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ,ডিওটি ও ডিপিই এর সঙ্গে কথা বলেন আইডিএ এরিয়ার দিতে। কর্তৃপক্ষ ডিপিই ঐ সময়ের আইডিএ কত ছিল তা জানানোর জন্য দেওয়া যাচ্ছে না বলে জানায়। ডিপিই পরে ০১/১০/২০২০ থেকে আইডিএ জানানোর পর ২১/০৭/২০২১ কর্তৃপক্ষ একটি আদেশ জারি করে যেখানে ফান্ড এর ব্যবস্থা হলে আইডিএ এরিয়ার দেওয়া হবে বলে জানান হয়। এর পর ডিওটি সিএমডি কে একটি চিঠিতে জানান ২১/০৭/২০২১ এর আদেশ বাতিল করতে। এর ফলে জটিলতা আরও বেড়ে যায়। কারণ ডিওটির ঐ চিঠি হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করছে।

**৩০% অবসরকালীন সুবিধা দিতে হবে।**

বিএসএনএলইইউ একমাত্র ইউনিয়ন যে আইডিএ বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে আইনের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে এবং তাতে কিছুটা সফল হয়। কিন্তু এখনো এরিয়ার এর দাবি আদায় করা যায় নি।

## তৃতীয় বেতন সংশোধন

তৃতীয় বেতন সংশোধন বিএসএনএল এর কর্মচারীদের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে কর্মীদের বিভ্রান্ত ও বিএসএনএলইইউর নামে কালি লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিগত মেম্বারশিপ ভেরিফিকেশন এর আগে একটি গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫% ফিটমেন্ট দিয়ে বেতন সংশোধন করতে রাজি কিন্তু বিএসএনএলইইউর জন্য তা লাগু হচ্ছে না। এটি একটি নির্জলা মিথ্যা কথা যা কর্মীদের বিভ্রান্ত করার জন্য ছড়ানো হয়েছিল। কর্মীদের কাছে তৃতীয় বেতন সংশোধন সম্পর্কে আসল ঘটনা জানান ইউনিয়নের দায়িত্ব।

## তৃতীয় বেতন সংশোধন কমিটির সুপারিশ

তৃতীয় বেতন সংশোধন গত ০১/০১/২০১৭ থেকে আমাদের পাওনা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের গড়া বেতন সংশোধন কমিটি যে সুপারিশ করে তাতে পরিষ্কার করে বলে যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা ২০১৭ এর আগের তিন বছর ধরে লাভ করেছে কেবলমাত্র সেই সংস্থাগুলি বেতন সংশোধন পাবে। এবং এই সুপারিশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা মেনে নেয়। সকলেই জানে ২০০৯-২০১০ থেকে বিএসএনএল এ ক্ষতি হয়ে চলেছে। কাজেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার নির্দেশ অনুযায়ী বিএসএনএল এর কর্মীরা বেতন সংশোধন পাওয়ার যোগ্য নয়।

এটি কর্মচারীদের উপর অত্যন্ত অন্যায় কারণ একটি সংস্থা লাভ করতে পারা না পারা কর্মচারীদের উপর নির্ভর করে না। যে কর্মচারীদের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে সংস্থাটি লাভ করেছে তার পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার এর বিএসএনএল বিরোধী ও কর্পোরেট অনুসারী নীতির জন্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর জন্য কর্মীরা কোনো ভাবে দায়ী নয়। সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য কর্মীরা এইভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

## বেতন সংশোধন এর সংগ্রাম

বিএসএনএলইইউ সরকারের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় নি তারা এককভাবে ও অন্য ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন গুলিকে যুক্ত করে কর্মচারীদের বেতন সংশোধন করতে ক্রমাগত আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ২৭/০৭/২০১৭ এসএনইএ, এআইজিইটিওএ, এফএনটিও, বিএসএনএল এটিএম, বিএসএনএল এমএস, এসএনএটিটিএ ও বিএসএনএলওএ মিলিত হয়ে একদিনের ধর্মঘট করে। যদিও এই ধর্মঘটে এনএফটিই ও এআইবিএসএনএলইএ অংশগ্রহণ করেনি।

বিএসএনএলইইউ ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে সমস্ত ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন গুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার। ০৪/১০/২০১৭ অবশেষে 'অল ইউনিয়নস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনস অফ বিএসএনএল' (এইউএবি) নামে একটি মঞ্চ গড়ে ওঠে। এইউএবি এর নেতৃত্বে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ বিএসএনএল এর সমস্ত ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন গুলি দুদিনের ধর্মঘট সংগঠিত করে। এটি বেতন সংশোধন করতে দ্বিতীয় ধর্মঘট।

## অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট

তারপর এইউএবি অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট এর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী ০৩/১২/২০১৮ থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের নোটিশ দেয়া হয় এবং সারা দেশে এর প্রস্তুতি শুরু হয়। এইউএবি এর নেতৃত্বে ধর্মঘটের

**অবিলম্বে স্ট্যাগনেশন দুর করতে হবে।**

প্রচার প্রস্তুতির ফলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এইউএবি নেতৃত্ব এর সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়।

০৩/১২/২০১৮ তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী মনোজ সিনহা এইউএবি নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় তৃতীয় বেতন সংশোধন সমাধান করতে এইউএবি এর প্রতিনিধি, বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ ও ডিওটিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। অনেক বার এই কমিটির সভা হয় কিন্তু ডিওটি প্রতিনিধিদের ক্রমাগত বিরোধী মনোভাবের জন্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় নি।

## অংশু প্রকাশের ডিগবাজি

৩১/০১/২০১৯ ঐ কমিটির সভায় এইউএবি নেতৃত্বের সাথে আলোচনায় শ্রী অংশু প্রকাশ, ডিওটি এর অতিরিক্ত সচিব, ৫% ফিটমেন্ট দিয়ে বেতন কাঠামো সংশোধন করার প্রস্তাব দেন। এইউএবি নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অংশু প্রকাশের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেয়।

এইউএবি নেতৃত্ব শ্রী অংশু প্রকাশ কে জানান। কিন্তু পরদিন শ্রী অংশু প্রকাশ জানান যে ডিওটি ৫% ফিটমেন্ট এ রাজি না হওয়ায় তিনি তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এর থেকে এইউএবি নেতৃত্ব বুঝতে পারে যে ডিওটি বিএসএনএল কর্মচারীদের বেতন সংশোধন করার ক্ষেত্রে খলনায়ক এর ভূমিকা পালন করছে।

## গৌরবময় ৩ দিনের ধর্মঘট

এই পরিস্থিতিতে এইউএবি নেতৃত্ব এর কাছে ধর্মঘট ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা ছিল না। তাই এইউএবি ১৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি,২০১৯ ৩দিনের ধর্মঘট এর ডাক দেয়। এই ধর্মঘটের প্রস্তুতির সময় তৎকালীন সিএমডি শ্রী অনুপম শ্রীবাস্তব নেতৃত্বকে ডেকে বলেন যে মাননীয় মন্ত্রী ০% ফিটমেন্ট দিয়ে এখনই বেতন সংশোধন সম্পন্ন করতে চান ও সিএমডি পরবর্তী কালে চেষ্টা করবেন ৫% ফিটমেন্ট দেওয়ার।

এইউএবি নেতৃত্ব সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলেন যে মন্ত্রী মহোদয় যেন লিখিত আকারে এই আশ্বাস দেন। কারণ, এইউএবি নেতৃত্ব এর আগে ০৩/১২/২০১৮ মন্ত্রী মহোদয় এর আশ্বাস প্রতিপালন না করার ঘটনা মনে আছে। কিন্তু সিএমডি জানান যে কোনো রকম লিখিত দিতে ডিওটি রাজী নয়। ফলে নেতৃত্ব বুঝে যান যে এটা ডিওটি এর কর্মচারীদের বোকা বানানোর একটি চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং ধর্মঘট সফল ভাবে পালিত হয়।

## ০% ফিটমেন্ট এর দাবি

৩১/০১/২০২০ ভিআরএস এর নামে ৮০০০০ কর্মচারী ছাঁটাই, এর পর পর কোভিড অতিমারী,লকডাউন ও অন্যান্য নানা কারণে ইউনিয়নের পক্ষে তৃতীয় বেতন সংশোধন এর দাবি ও তা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিএসএনএলইইউ এর সিইসি মিটিং মার্চ ২০২১ এ চেন্নাই ও আগস্ট ২০২১ এ হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দুটি সভায় বিপুল ভাবে দাবি ওঠে যে ০% ফিটমেন্ট এ হলেও বেতন কাঠামো সংশোধন করতে হবে।

২১, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তিন দিনের ব্যাপক জমায়েত এইউএবি এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। পরবর্তীতে অনেক গুলো আন্দোলন ও এমনকি ‘পুরওয়ার হঠাও বিএসএনএল বাঁচাও’ এই টুইটার ক্যাম্পেইন

**এফ আর (৫৬ জে) চালু করে কর্মী ছাঁটাই করা চলবে না।**

এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে সিএমডি ও এইউএবি নেতৃত্ব ২৭/১০/২০২১ আলোচনা করে যেখানে নেতৃত্ব বেতন সংশোধন কমিটির সভা আবার শুরু করার দাবি তোলে।

সেই দাবি মেনে নিয়ে বেতন সংশোধন করতে নতুন কমিটি গঠিত হয়। ১৮/১১/২০২১ ও ০৩/১২/২০২১ এই কমিটির দুটি সভা হয়। সেখানে আলোচনায় উঠে আসে ৩৩০৪৮ জন নন-এক্সিকিউটিভ কর্মীর মধ্যে ৯২০৭ জন অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্ট্যাগনেশনের আওতায় পড়ে গেছে। এই কর্মীরা কেবলমাত্র ০% ফিটমেন্ট দিয়ে বেতন সংশোধন হলে লাভবান হবে। তাই ২২/১২/২০২১ অনলাইন সিইসি মিটিং এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে পরের বেতন সংশোধন কমিটির সভায় ৫% ফিটমেন্ট এর দাবি জানান হবে। সেই মত এনএফটিই ও বিএসএনএলইইউ যৌথ ভাবে ১০/০৩/২০২২ এর সভায় ৫%ফিটমেন্ট এর দাবি করে।

## নন-এক্সিকিউটিভদের জন্য গ্রুপ টার্ম ইন্সিওরেন্স

২০১৯ বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ এক্সিকিউটিভ কর্মচারীদের জন্য গ্রুপ টার্ম ইন্সিওরেন্স চালু করে। তখন বিএসএনএলইইউ নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারীদের জন্য একই সুবিধা দাবি করে। ২০/১১/২০১৮ ৩৭তম ন্যাশনাল কাউন্সিল মিটিং এ দাবি তোলা হয়। কিন্তু ২০১৯ এ এক্সিকিউটিভ দের জিটিআই চালু করার সময়েও নন-এক্সিকিউটিভ কর্মীদের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো চিন্তা ভাবনা করে নি।

তখন বিএসএনএলইইউ এই বিষয়ে ২১/০২/২০২০ ও ০২/০৬/২০২০ ডাইরেক্টর(এইচ আর) কে দুটি চিঠি দেন এবং তাতে দাবি করেন যে অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তখন সিনিয়র জিএম (এস্টাব্লিসমেন্ট) কে চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র জিএম (এস আর), সিনিয়র জিএম(সিএ), জিএম(অ্যাডমিন) ও ডিজিএম(ওয়েলফেয়ার) কে নিয়ে কমিটি গঠিত হয় যারা এলআইসি এর সঙ্গে আলোচনা করে ২০ লাখ টাকার জিটিআই নন-এক্সিকিউটিভ কর্মীদের জন্য চালু করে।

## হেল্থ ইন্সিওরেন্স পলিসি চালু করা

বিএসএনএল এর আর্থিক সংকটের কারণে কর্মীরা বিএসএনএলএমআরএস সুবিধা পাচ্ছিল না। বিল সময় মতো পেমেন্ট না করায় বিভিন্ন এমপ্যানেলেড হাসপাতালে ভর্তি হতে কর্মীদের অসুবিধা হয়। এই পরিস্থিতি বেশ কিছু বছর ধরে চলে যতদিন না আর্থিক অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন হয়। এই সময়ে কর্মচারীদের একটা অংশ ব্যাক্তিগত ভাবে মেডিকেল ইন্সিওরেন্স করে যার প্রিমিয়াম যথেষ্ট বেশি। তাদের অনুরোধে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষ কে এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়। ১৫/০৫/২০২১ বিএসএনএলইইউ কর্তৃপক্ষ কে চিঠি দিয়ে কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবি করে।

কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নিয়ে ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ব বিমা সংস্থার সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তীতে ওরিয়েন্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ০১/০৫/২০২২ চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। ১০০০০এর বেশি কর্মচারী এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং ১৫০ কর্মী এর থেকে উপকৃত হয়েছে।

বিএসএনএলইইউ এর ক্রমাগত লেগে থাকার কারণে এই গ্রুপ মেডিকেল ইন্সিওরেন্স স্কিম চালু করা সম্ভব হয়েছে। বিএসএনএলইইউ কর্তৃপক্ষ এর কাছে দাবি করে থেমে থাকে নি বারবার তাগাদা দিয়ে আদায় করতে পেরেছে। এই গ্রুপ ইন্সিওরেন্স চালু করা কেবলমাত্র বিএসএনএলইইউ এর একক কৃতিত্ব।

**টিটি, জেই, জেটিও, জেও পরীক্ষা চালু করতে হবে।**

## সিনিয়র টিওএ ও এটিটি পদগুলো মৃত ক্যাডার থেকে রক্ষা করা

ভিআরএস এর নামে ৮০০০০ কর্মী ছাঁটাই করার পর কর্তৃপক্ষ রিস্ট্রাকচারিং এর নামে আরো অনেক পদ বিলুপ্ত করার চেষ্টা করে। বিএসএনএলইইউ এই পদবিলুপ্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। ২৭/০৭/২০২১ ঐ পদ বিলুপ্ত করার বিরুদ্ধে একটি চিঠিতে ঐ পদ গুলি রাখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে। বিএসএনএলইইউ পদ বিলুপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। যদিও অন্য ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন এই বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেয় নি।

বিএসএনএলইইউ কর্তৃপক্ষ এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে তাদের বাধ্য করে সিনিয়র টিওএ ও এটিটি পদগুলো মৃত ক্যাডার এর সিদ্ধান্ত বদলাতে। বিএসএনএলইইউ এর আন্দোলন এর ফলে ওএস, এওএস, এসওএ, জুনিয়র অডিট অফিসার প্রভৃতি মোট ৪৯৮০ এবং এটিটি ১১১১২ পদ মৃত পদ ঘোষণা থেকে রক্ষা পায়। এটি বিএসএনএলইইউ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি।

## এলআইসিই নিয়মিত করার চেষ্টা

বিএসএনএলইইউ ক্রমাগত দাবি করে এসেছে যে নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারীদের প্রমোশন এর পরীক্ষা সময়মতো নেওয়ার জন্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বারবার বলে এসেছে রিস্ট্রাকচারিং এর আগে পরীক্ষা নেওয়া হবে না। বিএসএনএলইইউ এর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির ফলে ০৭/০৮/২০২২ একটি জেটিও এলআইসিই এর ব্যাবস্থা কর্তৃপক্ষ করে কিন্তু ১১ সার্কেলে পদ সংখ্যা শূন্য এবং ৯ সার্কেলে পদ সংখ্যা দু অংকের নীচে।

বিএসএনএলইইউ এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেন ও বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলে এবং দাবি করা হয় যে ভিআরএস (৩১/০১/২০২১) এর আগে খালি পদের উপর পরীক্ষা নিতে হবে। কর্তৃপক্ষ আন্দোলন এর চাপে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৫০% ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এর কোটা নিয়ে স্পেশাল জেটিও এলআইসিই নেবার ঘোষণা করে। এর ফলে জেই দের ক্ষোভ কিছুটা কম করা গেছে।

## জেএও আরআর পরিবর্তন

বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ জেএও আরআর এ একটি নতুন শর্ত আনেন যে এনই-৯(১৩৬০০-২৫৪২০) স্কেলে ৫ বছর থাকতে হবে। ফলে সিনিয়র টিওএ দের পক্ষে জেএও পরীক্ষায় অংশ নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিএসএনএলইইউ কর্তৃপক্ষ এর এই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তার ফলে ডাইরেক্টর (এইচ আর) এই শর্ত শিথিল করতে বাধ্য হন।

২৬ তম ন্যাশনাল কাউন্সিল মিটিং এ বিএসএনএলইইউ ড্রাফ্টসম্যান দের জন্য জেটিও এলআইসিই নেওয়ার দাবি তোলে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি। তবে বিএসএনএলইইউ এই বিষয়টি নিয়ে লেগে আছে।

## ভিআরএস এর চক্রান্ত, কাজের সময় সীমা বৃদ্ধি ও এফআর ৫৬(জে) এর প্রয়োগে ছাঁটাই

গত ২৭/০৭/২০২২ বিএসএনএল এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় পুনরুদ্ধার প্রকল্প ঘোষণা করে। ঠিক তার পরদিন ২৮/০৭/২০২২ সিএমডি সমস্ত সিজিএমদের সঙ্গে ভিডিও কন্ফারেন্সে বক্তব্য রাখেন। নতুন দিল্লিতে ৪ ও ৫ আগষ্ট, ২০২২ এ এইচওসিসি অনুষ্ঠিত হয় যাতে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী অংশ নেন। সিএমডি ও যোগাযোগ মন্ত্রী তাদের বক্তব্যে বিএসএনএল এর দুর্দশার জন্য কর্মচারীদের দায়ী করে এবং এফআর ৫৬জে

**নতুন প্রোমোশন পলিসি চালু করতে হবে।**

প্রয়োগে কর্মীদের ছাঁটাই করার হুমকি দেয়া হয়।

এই ৪ ও ৫ আগষ্ট এর এইচওসিসি তে কর্তৃপক্ষ যে পেপার তৈরী করে ও পরে বিএসএনএল এর ইন্ট্রানেটে তা আপলোড করা হয়। যার ৩২ পাতায় পরিষ্কার লেখা আছে যে ৪৫ বছর বা তার উপরের কর্মচারীদের ভিআরএস এর নামে ছাঁটাই করা হবে এবং এর লক্ষমাত্রা রাখা হয় ৩৫০০০ এবং আরও বলা হয়েছে ৪০০০০ কর্মী বিএসএনএল এর কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট।

বিএসএনএলইইউ এর বিরুদ্ধে ১৭/০৮/২০২২ সারা দিন ধরে ধর্না আন্দোলন এর ডাক দেয়। বিএসএনএলইইউ আন্দোলন এর ডাক দেবার পর কর্তৃপক্ষ বলেন যে দ্বিতীয় ভিআরএস আনার কোনো পরিকল্পনা নেই এবং যে ডকুমেন্ট এর কথা বলা হচ্ছে তা পুরোনো। কিন্তু সেই ডকুমেন্ট এ পরিষ্কার লেখা ছিল যে হেড অফ সার্কেল কন্ফারেন্স ৪ ও ৫ আগষ্ট ২০২২। হাতে নাতে ধরা পড়ার পর কর্তৃপক্ষ এর থেকে বেড়ানোর জন্যে অবাস্তব গল্প বলছে।

বিএসএনএলইইউ আগেই বলেছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র লক্ষ্য বিএসএনএলকে রুগ্ন করে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া যেমন এয়ার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষ ভিআরএস এর নামে ৩৫০০০ কর্মচারী ছাঁটাই করে ভবিষ্যতে বেসরকারিকরণ এর রাস্তা প্রস্তুত করছে। আগামী দিনে সময় অত্যন্ত কঠিন কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য যে কোনো রকম কঠোর সিদ্ধান্ত নামিয়ে আনতে পারে। তাই বিএসএনএল কে বাঁচাতে ও রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র হিসেবে তার ভুমিকা অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

# নবম সার্কেল সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভা

১৯ জুন,২০২২ রবিবার, বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেল এর নবম সার্কেল সম্মেলন এর অভ্যর্থনা কমিটি যাদবপুরের "স্টার গেস্টহাউস" হলে সভা ডেকে গোটান হল। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান কমরেড দেবাশিস দত্তগুপ্ত সভা পরিচালনা করেন। এই সভায় অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য, সার্কেল নেতৃত্ব, দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে চেয়ারম্যান কমরেড দেবাশিস দত্তগুপ্ত উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে আয়-ব্যায়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ করে অভ্যর্থনা কমিটি গোটানর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এরপর যুগ্ম সাধারন সম্পাদকগণ কমরেড তপন গাঙ্গুলী এবং কমরেড নির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করে জানান যে সমস্ত খরচ করার পর কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হয়েছে এবং সেই অর্থ তিনটি শাখা সংগঠন আলিপুর, যাদবপুর, সাউথ কে ১০ হাজার টাকা করে, দক্ষিণ জেলা সংগঠনকে ২০ হাজার টাকা এবং বাকী অর্থ (১৫-১৬) হাজার টাকা সার্কেল ইউনিয়নকে দেবার প্রস্তাব করেন। কোষাধ্যক্ষ কমরেড দীপংকর মজুমদার আয়-ব্যায়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন সভায় উপস্থিত সদস্যদের অনুমোদনের জন্য। এই প্রস্তাবের সমর্থনে যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন কমঃ মনিষা বিশ্বাস, কমঃ শৈবাল সেনগুপ্ত, কমঃ ষোড়শী চরন পাল, কমঃ সুভাশিস রায়, কমঃ সুদাম দাস, কমঃ অতনু মজুমদার, কমঃ সুভাশিস মিত্র, কমঃ সমর সরকার, কমঃ সুকান্তি মুখার্জি, কমঃ সুব্রত ঘোষ, কমঃ বিশ্বজিত শিল, কমঃ সমীর জানা, কমঃ পলাশ চৌধুরী, কমঃ বেবী সেন প্রমুখ।

**বিএসএনএল এর বিটিএস বিক্রি করা চলবে না।**

সার্কেল সম্পাদক কমরেড শংকর কেশর নেপাল প্রত্যেককে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিটি কর্মসূচী পালনে ঐক্যবদ্ধ জমায়েতের আহ্বান জানান।

কমঃ শিশির কুমার রায়,সার্কেল সভাপতি, বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম করে এই সম্মেলন সর্বাত্মক সফল করার জন্য সংগঠকদের আন্তরিক রক্তিম অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে জীবনের প্রতিটি সন্ধিক্ষনে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে তাকে জয় করতে হবে। দেশকে বর্তমান শাসকদল ফ্যাসিজম এর দিকে নিয়ে যাবার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। অবশ্য শ্রমজীবি সাধারন মানুষ তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে লড়াই করছে। এই লড়াইয়ের পাশে বেশী বেশী করে আমাদের যুক্ত হতে হবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান রক্ষা করার স্বার্থে।

রিপোর্ট, পরীক্ষিত আয়-ব্যায়ের হিসাব সহ অভ্যর্থনা কমিটি গোটানোর প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়। চেয়ারম্যান কমঃ দেবাশিস দত্তগুপ্ত ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

# মহিলা সাব কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন

বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন কলকাতা টেলিফোন সার্কেল আয়োজিত মহিলা সাবকমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯ মে, ২০২২ কলকাতা টেলিফোন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন এ সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুলগ্না বসু এবং কম সুতপা পাল। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলা আন্দোলনের নেত্রী কমরেড কনীনিকা ঘোষ।

প্রথমে রিপোর্ট পেশ করেন সম্পাদক কমরেড সূচন্দ্রা চক্রবর্তী।

প্রধান অতিথির ভাষণে কমরেড কনীনিকা ঘোষ আজকের ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নারী আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আজকে বিএসএনএল-এর উপর বর্তমান সরকার যে আক্রমন করছেন তিনি তা তুলে ধরে বলেন শুধুমাত্র কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সরকার এই কাজ করছেন। এর বিরুদ্ধে যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য নানান বিভেদের রাজনীতি করছে। মনুবাদীরা নতুন করে আবার ফরমান জারি করেছেন নারীদের ঘরে ঢুকে যাবার জন্য। এর বিরুদ্ধে আজ সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

কনভেনশন কে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এএইবিডিপিএ সম্পাদক কমরেড সঞ্জীব ব্যানার্জী। তিনি বলেন কলকাতা টেলিফোনে নারীদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। আজ দেশকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে ফেলেছে মোদি সরকার। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন ঠেকাতেই আজ বিভাজনের রাজনীতি এবং মনুবাদকে নতুন করে আমদানি করা হচ্ছে। কলকাতা টেলিফোন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক কম শিশির রায় বলেন আজকে দেশ সমস্ত দিক থেকে আক্রান্ত। অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে রাস্তাই আমাদের একমাত্র রাস্তা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিএসএনএলইইউ কলকাতা সার্কেল সম্পাদক কম শংকর নেপাল, এবং এএইবিডিপিএ নেত্রী কমরেড স্বস্তিকা দাশগুপ্ত এবং কমরেড মনীষা বিশ্বাস।

কনভেনশন থেকে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কম সুলগ্না বসু এবং যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড সোমা চৌধুরী এবং শর্মিষ্ঠা দাস চৌধুরী।

**অপটিক্যাল ফাইবার কেবেল বিক্রি করা চলবে না।**

# পিজিএম (ফিনান্স)-এর সঙ্গে মিটিং

৬ মে, ২০২২ শ্রীমতি রুপা পাল চৌধুরী, পিজিএম (ফিনান্স) এর সাথে বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়নের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কমরেড অনিমেশ মিত্র, সর্বভারতীয় সভাপতি, কমরেড শিশির কুমার রায়, সার্কেল সভাপতি এবং কমরেড শংকর কেশর নেপাল, সার্কেল সম্পাদক প্রমুখ।

১) এসএলএ ব্যবস্থায় কাজ করছে, অথচ প্রতিমাসে এসএলএ কর্মীরা বেতন পাচ্ছে না।

২) ক্লাস্টার ভেন্ডার বিএসএনএল থেকে বিল (টাকা) পেয়েছে। কিন্তু এসএলএ কর্মীদের বেতন দিচ্ছে না।

৩) হাউসকিপিং এর এসএলএ কর্মীরা গত জানুয়ারী, ২০২২ থেকে বেতন পাচ্ছে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি জানান যে নতুন ব্যবস্থায় কিছু নতুন ধরনের সমস্যা ম্যানেজমেন্টের নজরে এসেছে।সেগুলো কিভাবে মেটানো যাবে এখন পর্যন্ত তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি।তবে যৌথভাবে এই সমস্যা মেটানোর চেস্টা করতে হবে।

তবে তিনি জোর দিয়ে একথাও বলেছেন যে স্যাপে যে বিল কর্পোরেটে অফিসে পাঠান হয়েছে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সেবিলগুলি পরিশোধ করার চেষ্টা করা হবে।

# বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা

২২ জুন, ২০২২, বুধবার, টেলিফোনভবন আরজেসিএম ঘরে বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমঃ সুপ্রিয় মিত্র ও কমঃ সঞ্জীব ব্যানার্জিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। সভায় তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহন করবার জন্য পেশ করেন কমঃ শিশির কুমার রায়, কনভেনর। বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহন করা হয়।

১) ৩০ জুন, বৃহস্পতিবার, ২০২২, বেলা ১ টার সময় বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে টেলিফোন ভবনে সিজিএম এর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

২) ন্যাশনাল মানিটাইযেশন পাইপলাইন এর মাধ্যমে রাস্ট্রায়ত্ব সংস্থাসমূহ বিক্রির বিরুদ্ধে ৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার, ২০২২ বিকাল ৪টায় বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে কেন্দ্রীয়ভাবে টেলিফোনভবনে জমায়েত ও মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করা হবে।

৩) কলকাতা টেলিফোন্স সার্কেলের পাঁচটি জেলায় চারটি সংগঠন বিএসএনএলইইউ, সিটিটিএমইউ, এআইবিডিপিএ ও করটোকে নিয়ে বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হবে আগামী ৩১ জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে। এব্যাপারে কো-অর্ডিনেশন কমিটির কনভেনরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের সংগে আলোচনা করে দিন তারিখ ঠিক করবার জন্য।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন সভাপতি মন্ডলী কমঃ সঞ্জীব ব্যানার্জি এবং কমঃ সুপ্রিয় মিত্র।

**ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন বাতিল কর।**

# সিজিএম-এর নিকট ডেপুটেশন

প্রিয় কমরেড সার্কেল সম্পাদকগণ,
বিএসএনএলইইউ/সিটিটিএমইউ /এআইবিডিপিএ /কর্টো ,

নিয়মিত, অনিয়মিত এবং পেনশনারদের সমস্যা নিয়ে আগামী ৩০ জুন, বৃহস্পতিবার, ২০২২, বেলা ১ টার সময় বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে টেলিফোনভবনে সিজিএম এর নিকট ডেপুটেশন (প্লাকার্ডসহ) দেওয়া হবে।এই কর্মসূচীকে সফল করতে সকল সার্কেল সম্পাদকদের সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে বেশী বেশী সদস্য সামিল হয় এবং কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় সমস্যা সমাধান করতে।

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ,

**শিশির কুমার রায়,** কনভেনর
বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি,
কলকাতা টেলিফোন্স সার্কেল

---

## বিএসএনএলইইউ প্ল্যানিং ব্রাঞ্চ কমিটি

**১) সভাপতি :** কমরেড জয়দেব বোস
**২) সহ-সভাপতি :** (ক) কমরেড সমর রায়
(খ) কমরেড কান্তি রঞ্জন দাস
**৩) শাখা সম্পাদক :** কমরেড প্রসেনজিৎ রায়
**৪) সহ-সম্পাদক :** (ক) কমরেড তপন কুমার মণ্ডল
(খ) কমরেড অনির্বান চ্যাটার্জি
**৫) কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড রনিতা সেনগুপ্ত
**৬) সহ-কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড অরিজিৎ ধারা
**৭) সাংগঠনিক সম্পাদক :**
(ক) কমরেড অলোকেশ মণ্ডল
(খ) কমরেড গৌতম ঘোষ
(গ) কমরেড বিরবলী কাহার
(ঘ) কমরেড প্রদীপ নস্কর
(ঙ) কমরেড রবীন্দ্রনাথ দাস

## বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন উত্তর ব্রাঞ্চ কমিটি

**সভাপতি :** কমরেড বিজয় মাহাতো
**সহ-সভাপতি :** (ক) কমরেড দেবরাজ ঘোষ
(খ) কমরেড অজিত দাস
(গ) রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাণ্ডে

**সম্পাদক :** কমরেড সুব্রত ঘোষ
**সহ-সম্পাদক :** (ক) কমরেড শেখ শাহাজাদা
(খ) কমরেড আবসার আলম
(গ) কমরেড বিপ্লব বিশ্বাস
**কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড নেপাল বিশ্বাস
**সহ-কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড ব্রজেস কুমার মাহাতো

**সাংগঠনিক সম্পাদক :** কমরেড সঞ্জীব পাল
(খ) কমরেড মিত্রা সাঁধুখা (গ) কমরেড শঙ্কর কুণ্ডু
(ঘ) কমরেড লক্ষ্মীদেবী দয়াল
(ঙ) কমরেড টুলটুল সিন্‌হা

**বিএসএনএল বাঁচাও, দেশ বাঁচাও।**

## বিএসএনএলইইউ (এলডি) ব্রাঞ্চ কমিটি

**সভাপতি :** সোমা চৌধুরী
**সহ-সভাপতি :** শুভাশিস ঘোষাল, অমিত বিশ্বাস, অনিল মাহাতো

**সম্পাদক :** সুলগ্না বাসু
**সহ-সম্পাদক :** দীপক সিন্‌হা
দীপঙ্কর মাল, শংকর মজুমদার
**কোষাধ্যক্ষ :** অমিত মিত্র
**সহ-কোষাধ্যক্ষ :** প্রভীন কুমার

**সাংগঠনিক সম্পাদক :** জীতেন্দ্র পাসোয়ান
গৌরহরি গিরি, অর্চনা দত্ত, বাসুদেব ভট্টাচার্য, দেবরাজ সরদার।

## বিএসএনএলইইউ আলিপুর ব্রাঞ্চ কমিটি

**সভাপতি :** কমরেড পলাশ চৌধুরী
**সহ-সভাপতি :** কমরেড স্বপন সামন্ত
কমরেড নিখীল রঞ্জন পাল
কমরেড প্রাণ দাস
**সম্পাদক :** কমরেড শংকর কেশর নেপাল
**সহ-সম্পাদক :** কমরেড রাহুল পণ্ডিত
কমরেড শংকর দাস
কমরেড চন্দ্রশেখর রায়
**কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড রাজীব দাশগুপ্ত
**সহ-কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড নীডু দেবী

**সাংগঠনিক সম্পাদক :**
কমরেড শেফালি দাস, কমরেড সনৎ দাস,
কমরেড কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য, কমরেড রবি কুমার,
কমরেড প্রকাশ মাহাতো

## বিএসএনএলইইউ সাউথ ব্রাঞ্চ কমিটি

**সভাপতি :** কমরেড তপন গাঙ্গুলি
**সহ-সভাপতি :** কমরেড বিশ্বজিৎ ফৌজ
কমরেড ইসরাফিল সেখ
কমরেড সুরেন্দ্রনাথ পুরোকাইত
**সম্পাদক :** কমরেড সমীর বরণ জানা
**সহ-সম্পাদক :** কমরেড মধুসূদন মুখার্জি
কমরেড বিমান ব্যানার্জি
কমরেড হিমাদ্রী শেখর রায়

**কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড রাধানাথ প্রামাণিক
**সহ-কোষাধ্যক্ষ :** কমরেড সৌমেন মণ্ডল

**সাংগঠনিক সম্পাদক :**
কমরেড সুভাষ চন্দ্র, কমরেড অজিত জানা,
কমরেড কণক হালদার, কমরেড রাজকুমার সাউ,
কমরেড তরুণ কুমার গাঙ্গুলি

**পেনশন রিভিশন করতে হবে।**

# অর্থ সাহায্য দান

গত রবিবার ৮ মে,২০২২ কল্যানী টেলিফোন এক্সচেন্জে মৃত নিরাপত্তা রক্ষী মানস দত্তর অসুস্থ মায়ের হাতে ১৫,০০০ টাকা ক্ষুদ্র অর্থ সাহায্য বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে তুলে দিলেন কমঃ শিশির কুমার রায়, আহ্বায়ক এবং কমঃ শংকর কেশর নেপাল, সার্কেল সম্পাদক বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এর আগে ইতোমধ্যে চিকিৎসারত কমঃ কেশব নস্করের স্ত্রীর হাতে ৩০,০০০ টাকা এবং দীপংকর ঘোষের হাতে ২১,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

# সংগঠন তহবিলে দান

কমরেড হারাধন ঘোষ, এক্স টিটি, বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন, আলিপুর শাখা সংগঠনকে ১০,০০০ টাকা দান করেছেন সংগঠনের কাজ আরও ভালোভাবে চালানোর জন্য।

কমরেড মোহন দলুই, এক্স এটিটি, বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন, অপারেশন এরিয়া পশ্চিম জেলা সংগঠনকে ৫,০০০ টাকা দান করেছেন সংগঠনের কাজ আরও ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য।

*মানববন্ধন কর্মসূচী।*

**ঠিকাকর্মীদের ন্যূনতম মজুরী দিতে হবে।**

*মাইসুর সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং।*

**এস এল এ ব্যবস্থা বাতিল কর।**